বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শ্রমিক কল্যাণ বার্তা

৩০ জুন ২০১০ ইং ■ ১৬ আষাঢ় ১৪১৭ বাংলা ■ ১৭ রজব ঃ ১৪৩১ হিজরী

২০১০ ১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে ঢাকা মহানগরী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক মন্ত্রী ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের সমাবেশে মাওলানা নিজামী

সভ্যতা একটি টার্নিং পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে শান্তি চাইলে শ্রমজীবিকে ইসলামের পক্ষে কাজ করতে হবে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, মানব সভ্যতা একটা টার্নিং পয়েন্টে এসে দাঁড়িয়েছে। সমাজের শান্তি, সুখ, নিরাপত্তার জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। সরকার কর্তৃক চ্যানেল ওয়ান বন্ধের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, চ্যানেলটি বন্ধ করে দিয়ে সরকার ৫ শতাধিক মানুষকে বেকার বানিয়েছে। তাদের কান্নার রোল বাতাস ভারী করছে। এই করুণ দৃশ্য আরো দেখতে হবে, যদি সরকারের দেশ বিরোধী, মাটি ও মানুষের স্বার্থ বিরোধী, মানুষের ইজ্জত আব্রুর বিরোধী, মানবতা বিরোধী সকল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলা না হয়। তা না হলে চাকরির পরিবর্তে ঘরে ঘরে কান্নার রোল দেখা যাবে। রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মাল্টিপারপাস হলে ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরীর সভাপতি কবির আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা, এটিএম আজহারুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরীর আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, সেক্রেটারী হামিদুর রহমান আযাদ এমপি, ফেডারেশনের সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ খান প্রমুখ।

(২য় পাতায় দেখুন)

শ্রমিক কল্যাণের সভায় আল্লামা সাঈদী

সরকার মুখে বলে গণতন্ত্র আর পেটের মধ্যে ষড়যন্ত্র

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেছেন, ধর্ম থেকে রাজনীতি আলাদা করার কোন সুযোগ নেই। বর্তমান সরকার ধর্মকে শত্রু মনে করছে। ইসলাম ধর্মকে শেষ করতে চাইলে আসলে তারাই শেষ হয়ে যাবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলাম না আসলে জাতির কল্যাণ হবে না। সরকার মুখে বলে গণতন্ত্র কিন্তু তাদের পেটের মধ্যে রয়েছে ষড়যন্ত্র। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় লিখিত প্রস্তাব পাঠ করেন ফেডারেশনের প্রচার সম্পাদক এডভোকেট এসএম আবদুল হাই। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ খান, ঢাকা মহানগরী সভাপতি কবির আহমদ, চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক আহসান উল্লাহ প্রমুখ।

(৩য় পাতায় দেখুন)

মতিঝিলস্থ বাংলাদেশ বুক কোপারেটিভ সোসাইটি মিলনায়তনে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সম্পাদকীয়

এ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঈমানের অনুভূতিকে একের পর এক আঘাত দিতে শুরু করে। ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও দল, ইসলামী সাহিত্য এবং ইসলামী আচার আচরণকারী দাঁড়ি-টুপিধারী মুসলমানদের জঙ্গি বলার মধ্যদিয়ে শুরু হয় অপপ্রচার। ইসলামী সাহিত্যকে জিহাদী বই বলে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ও বহনকারী কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এমনকি দ্বীনদার মানুষের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে দেয়া হয়। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সারাদেশের তাফসিরুল কুরআন মাহফিল বন্ধ করে দেয়া হয়। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের একমাত্র আদর্শ ভিত্তিক ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের উপর চলে মিশরের জামাল নাসের বাহিনীর ন্যায় পৈশাচিক আচরণ, কাউকে কাউকে খুন করা হয় এবং অনেককে পঙ্গু করে দেয়া হয়। পরীক্ষা দিতে না দিয়ে অনেক শিবির কর্মীর জীবনকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়া হয়। এক কথায় বর্তমানে এদেশে ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব চরম সংকটকাল অতিক্রম করছে। সরকারী কর্মকাণ্ডে মনে হচ্ছে ক্ষমতা এককেন্দ্রীক। ফলে ক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের আগুন দেশ ও জাতিকে পুড়িয়ে মারার এক নব কৌশল শুরু হয়েছে। বর্তমান সরকার ইসলামী চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করে গড়ে তুলতে চায় নিরেট স্যাকুলার রাষ্ট্র। এ যেনো ক্ষমতা আরোহনের সন্ধিচুক্তির বাস্তবায়ন। ২৮ জুন ২০১০ তারিখে মিথ্যা মামলায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন ইসলামী জনগণের প্রিয় নেতা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদকে গ্রেফতার করে প্রত্যেককে ১৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুরের মধ্যদিয়ে ২৮ অক্টোবর ২০০৬ লগি বৈঠা দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষ খুন করার ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমানে সরকার একদলীয় বাকশাল সরকার ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রসর হচ্ছে। সরকারকে মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে এতটুকুও দেরি করে না। আশা করি সরকার সময় থাকতে সাবধান হবেন এবং রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে দেশকে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দিবেন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর সদ্য কারামুক্ত ১১জন নেতাকে মহানগরীর সভাপতি অধ্যাপক আহসান উল্লার নেতৃত্বে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্বর্ধনা দেয়া হচ্ছে

ইসলামের পক্ষে কাজ করতে হবে

(১ম পাতার পর)

মাওলানা নিজামী বলেন, শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১লা মে বিশেষ আলোচিত দিবস। সত্যিকার অর্থে শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ১৪শ' বছর আগে রাসূল (সঃ) দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি শ্রমিক কর্মচারীর মধ্যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করেননি এবং পরস্পরকে ভাই ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন। তোমরা যা খাবে এবং পরবে শ্রমিকদেরকে তা খাওয়ানোর এবং পরানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শ্রমিকদের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তাদের মজুরী পরিশোধের তাগিদ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পুঁজিবাদী সভ্যতার বিদ্রোহে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও পুঁজিবাদের দুর্বলতার দিকগুলো দূর করতে সক্ষম হয়নি। তিনি আরো বলেন, সমাজতন্ত্র দুনিয়া থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়েছে। এখন এককভাবে পুঁজিবাদী সভ্যতা গোটা বিশ্বকে গ্রাস করার পথে। তিনি বলেন, মানব রচিত দু'টি বিশ্বব্যবস্থাই মানুষকে মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার পটভূমিতে মানুষের সকল সমস্যা সমাধান, সমাজের জুলুম নির্যাতনের অবসানে বিকল্প ব্যবস্থা আছে কিনা তা দেখা দরকার।

আমীরে জামায়াত বলেন, মানব সভ্যতা একটা টার্নিং পয়েন্টে এসে দাঁড়িয়েছে। সমাজের শান্তি, সুখ, নিরাপত্তার জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, আমরা শ্রমজীবী মানুষকে ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে চাই না। তিনি আরো বলেন, সমাজের উচ্চবিত্তের মধ্যে কেউ কেউ নাস্তিক আছে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না। উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) নিয়ে কটুক্তি করার লোক রয়েছে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। এই শক্তির উপর দেশের মুসলমানদের স্বাতন্ত্র, দেশের সার্বভৌমত্ব টিকে থাকা নির্ভর করে। তিনি বলেন, বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কারখানা লাভজনক এবং নতুন নতুন কারখানা গড়ে তুলতে হবে। দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিতে, চাঁদাবাজী, দখলদারীসহ সার্বিক পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ সুদূর পরাহত। এখন যেগুলো আছে সেগুলোর প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা। চড়া সুদের ঋণ শোধরাতে গিয়ে শ্রমিকদের টাকায় মালিকদের দায়-দেনা শোধ করতে হয়।

তিনি বলেন, সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অধিকার আদায় হবে না। আমীরে জামায়াত বলেন, সুদ হচ্ছে শোষনের হাতিয়ার। এটা শ্রমিকদের শোষন করে ধনীদের আরো ধনী করে। আর যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা ধনীদের থেকে নিয়ে গরীবদের দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, শুধু শ্লোগান দিয়ে মাঠ গরম করে শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। গোটা সমাজ ব্যবস্থা বদলাতে হবে। যদি শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য বদলাতে হয় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে গুণগত ও মানগত পরিবর্তন সাধনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, সরকার কর্তৃক চ্যানেল ওয়ান বন্ধ হওয়ায় ৫শত সাংবাদিককে বেকার করেছে। তাদের আহাজারিতে বাতাস ভারী করেছে।

(৩য় পাতায় দেখুন)

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা শহর শাখার উদ্যোগে ১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাবেক সভাপতি জননেতা ডা: সৈয়দ আবদুল্লাহ মো: তাহের সাবেক এমপি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা শহর শাখার উদ্যোগে ১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে বর্ণাঢ্য র‍্যালিপূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাবেক সভাপতি জননেতা ডা: সৈয়দ আবদুল্লাহ মো: তাহের সাবেক এমপি

ইসলামের পক্ষে কাজ করতে হবে

(২য় পাতায় পর)

এ করুণ দৃশ্য আর কত দেখতে হবে। তিনি বলেন, যদি সরকারের দেশ বিরোধী, মাটি ও মানুষের স্বার্থ বিরোধী, ইজ্জত-আব্রু বিরোধী এবং মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলা না হয় তাহলে ঘরে ঘরে চাকরির পরিবর্তে কান্নার রোল দেখা দিবে।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কৌশলে তাদের উৎপাদিত পণ্য ৩য় বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু শ্রমিকের অধিকার নিয়ে তাদের মুখে কোন কথা নেই। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভিসামুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা এখন সবচেয়ে বড় দাবী। এতে শ্রমিকের প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

আবদুল কাদের মোল্লা বলেন, শ্রমিকদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাহলে শ্রমবাজারে অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে। ইসলামী শ্রমনীতি মালিক-শ্রমিকসহ সকল পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের একমাত্র গ্যারান্টি।

এ.টি.এম আজহারুল ইসলাম বলেন, উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তিই হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ। আর বিদ্যুৎ, গ্যাস হচ্ছে উৎপাদনের প্রধান নিয়ামক শক্তি। দেশে গ্যাস বিদ্যুতের তীব্র সংকট থাকায় কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। ক্রমেই কর্মজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ছে। সরকার সেদিকে খেয়াল না করে কথিত যুদ্ধাপরাধ ইস্যুকে সামনে এনে জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্নখাতে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

মুজিবুর রহমান বলেন, জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক দরকার। আর এ সুসম্পর্কের জন্য ইসলামী শ্রমনীতির কোন বিকল্প নেই। মালিক-শ্রমিক সকলকেই কুরআন-হাদীসের জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তাহলেই শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বলেন, শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে সব সরকারই ছিনিমিনি খেলছে। শ্রমিকদের কারণে যাদের পেটের ভাত জোটে তারাই তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালায়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী শ্রমনীতি চালুর কোন বিকল্প নেই।

সরকার মুখে বলে গণতন্ত্র আর পেটের মধ্যে ষড়যন্ত্র

(১ম পাতায় পর)

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেছেন, ধর্ম থেকে রাজনীতি আলাদা করার কোন সুযোগ নেই। বর্তমান সরকার ধর্মকে শত্রু মনে করছে। ইসলাম ধর্মকে শেষ করতে চাইলে আসলে তারাই শেষ হয়ে যাবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলাম না আসলে জাতির কল্যাণ হবে না। সরকার মুখে বলে গণতন্ত্র কিন্তু তাদের পেটের মধ্যে রয়েছে ষড়যন্ত্র। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন, বর্তমানে সভ্যতার বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ইসলাম বিদ্বেষীরা মুসলমানদের সভ্যতাকে বিনষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকরা বিশ্বের সমস্ত বই পড়লেও কুরআন এবং হাদিস পড়ছে না। কুরআন হাদিস না পড়ার কারণে মুসলমানরা বিশ্বের সবচেয়ে অবহেলিত জাতিতে পরিণত হয়েছে। শেষ নবীর উম্মত হিসেবে আখেরাতের জবাবদিহিতার জন্য আমাদের ইসলামের দাওয়াত দিয়ে জাতিকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে মানবতাকে। তিনি বলেন, যারা দেশকে সুন্দর করার কাজে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে তারা আজ সবচেয়ে অবহেলিত। বিশ্বের অন্যদেশ যেখানে ক্ষমতায় গিয়ে নিজেদের বেতন কমাচ্ছে সেখানে আমাদের দেশের মন্ত্রী-এমপিদের বেতন বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু অবহেলিত শ্রমিকদের বেতন বাড়ছে না। দেশে চিরুনী অভিযানের দুটি ধারা চলছে। একদিকে ঘন দিক দিয়ে বিরোধী দলকে নিপীড়ন করা হচ্ছে, অন্যদিকে ফাঁকা দিক দিয়ে নিজ দলের লোকদের বের করে দেয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, মুসলমানদের ওপর যতবেশি নির্যাতন বাড়বে মুসলমানদের সংখ্যা ততবেশি বাড়তে থাকবে। বিশ্বে মুসলমানদের বিজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কাজ করছে। এটা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনেরই পথ। কেবলমাত্র ইসলামই সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, ইংল্যান্ডে গির্জা বিক্রয় হচ্ছে আর নতুন নতুন মসজিদ তৈরি হচ্ছে। এতে করেই প্রমাণিত হয় যে দুনিয়া কোন দিকে এগুচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা প্রথমত ঢিল দিয়ে থাকেন। সীমা অতিক্রম করলে তিনি কঠোর হস্তে তা নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ঈমানী পরীক্ষার জন্য ধৈর্য ধারণ করার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, দেশের শ্রমজীবী মানুষের দুর্দিন চলছে। বর্তমান সরকার গণতন্ত্রের মুখোশ পরে দেশকে বাকশালী শাসনে ফিরিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। চুক্তি করে দেশকে অন্যের হাতে তুলে দেয়ার চক্রান্ত চলছে। দেশ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বিমানবন্দর, নৌঘাঁটি বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।

দেশ রক্ষায় সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী না করে দুর্বল করে রাখা হচ্ছে। ইসলামী দলগুলো নিষিদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। ৫ম সংশোধনী বাতিল করে সরকার ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে বাধা দিচ্ছে।

(৪ এর পাতায় দেখুন)

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা দক্ষিণ আশুলিয়া থানা শাখার উদ্যোগে ১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে র‍্যালিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব মনসুর রহমান।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর উদ্যোগে পাবনায় ট্রেড ইউনিয়ন লিডারশীপ ক্যাম্প উদ্বোধন করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

সরকার মুখে বলে গণতন্ত্র আর পেটের মধ্যে ষড়যন্ত্র

(৩য় পাতার পর)

তিনি বলেন, ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের ওপর যত জুলুম অত্যাচার আসুক না কেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী দ্বীনি আন্দোলন থেকে সরে থাকতে পারে না। দেশ ও ইসলাম রক্ষার্থে শ্রমজীবী মানুষসহ দেশবাসীকে সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে এ সরকারের পতন ত্বরান্বিত করতে হবে।

সভায় দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা, পুরান ঢাকার নীমতলিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত এবং তেজগাঁও বেগুনবাড়ীতে ৫তলা বাড়ি ধ্বসে ২৫ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, নিহতদের রুহের মাগফিরাত এবং আহতদের আশু আরোগ্য কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ, চ্যানেল ওয়ান এবং দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সহস্রাধিক সংবাদকর্মীকে বেকারত্বের দিকে ঠেলে দেয়ায় তীব্র নিন্দা, অনতিবিলম্বে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা পুনঃচালুর ব্যবস্থা ও এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তি দান, সর্বস্তরের শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন গঠন এবং নিম্নতম মজুরী পাঁচ হাজার টাকা নির্ধারণ, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সমস্যা সমাধান, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি দূর, গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেয়া, বন্ধকৃত মিলকারখানা চালু, সরকার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মত একটি শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক ইসলামী দলকে পল্টনে সমাবেশ করতে না দিয়ে দেশকে একদলীয় শাসন বাকশালের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষসহ দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান এবং রাজশাহী মহানগরীর আমীর আতাউর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদসহ আটককৃত সকল জামায়াত, শিবির এবং শ্রমিক কল্যাণ নেতা কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করা হয়।

গাজীপুর জেলায় আলোচনা সভায় মুজিব

শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন টঙ্গী চেরাগ আলী স্কুইব রোডে গাজীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, ১৮৮৬ সালে শ্রমজীবী মানুষ আন্দোলন করেছিল কর্মঘণ্টা কমানোর জন্য আর আজকের শ্রমজীবী মানুষকে শুধুমাত্র শ্রমরক্ষার আন্দোলন করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, বিংশ শতকের এদিনেও শ্রমজীবী মানুষ দু'মুঠো অন্নের জন্য, একটু মাথা গুঁজার ঠাঁই এবং শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য কর্মসংস্থানের আশায় মালিকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশে লাখ লাখ শিক্ষিত যুবক বেকার। শিল্প সংরক্ষণের অভাবে এবং নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠার ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন শ্রমজীবী মানুষ অধিক খাটুনি দিয়ে অল্প বেতনও যথাসময়ে পাচ্ছেন না। তাদের নুন আনতে পানতা ফুরায়। বর্তমানে শ্রমজীবী মানুষ বড় অসহায় জীবন যাপন করছে। অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে অল্প বেতনে নিয়োগ দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তিনি বলেন, এসব করুণ পরিণতি থেকে শ্রমজীবী মানুষকে উদ্ধার করতে হলে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। অধ্যাপক মুজিব শ্রমজীবী অসহায় মানুষকে নিজেদের ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তির জন্য রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত ইসলামী শ্রমনীতি কায়েমের আন্দোলনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। মোঃ ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আমীর আবুল হাসেম এবং ফেডারেশন উত্তর বিভাগ সভাপতি জনাব তানভির হোসাইন প্রমুখ। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আশুলিয়া থানা সভাপতি একেএম শহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে এক মনোজ্ঞ র‍্যালি বের করা হয়। উক্ত র‍্যালি জামগড়া ফ্যান্টাসী কিংডম হতে শুরু করে বগাবাড়ীয়া বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ও ঢাকা জেলা উত্তরের সভাপতি মোঃ মনসুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, ঢাকা জেলা উত্তরের সেক্রেটারী নূরুল আলম ও জামায়াতে ইসলামীর আশুলিয়া থানা আমীর এডভোকেট শহিদুল ইসলাম। র‍্যালিপূর্ব সমাবেশে নিম্নতম মজুরি ৫ হাজার টাকা ধার্য, বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং ইসলামী শ্রমনীতি চালুর দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত ১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের র‍্যালীতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহানগরী ফেডারেশনের সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা জনাব খান গোলাম রসূল।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রস্তাবিত বাজেট ও শ্রমজীবী মানুষ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক সচিব জনাব শাহ আবদুল হান্নান ও ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক।

বাজেট বিষয়ক আলোচনায় শাহ আবদুল হান্নান

সরকার আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করে অর্থনীতির গতি শ্লথ করে দিয়েছে

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সাবেক সচিব শাহ আব্দুল হান্নান বলেছেন, সরকার আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়ে অর্থনীতির গতি শ্লথ করে দিয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত প্রস্তাবিত বাজেট ও শ্রমজীবি মানুষ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। ফেডারেশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক সচিব এটিএম আতাউর রহমান, ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরীর সভাপতি কবির আহমদ, আলমগীর মজুমদার, খান গোলাম রসুল, মুহাম্মদ উল্লাহ, মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। সভায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিশিষ্ট কলামিস্ট নূরুল আমীন। শাহ আব্দুল হান্নান বলেন, আমলাদের মধ্যে থেকে সরকার নিজ দলের লোকদের রেখে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওএসডি নতুবা বিদায় করে দিচ্ছে। এভাবে আমলাতন্ত্র চলতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে সরকারকে এ মনোভাব পোষণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তিনি বলেন, বিদেশী ঋণনির্ভরতা কমিয়ে সরকারকে প্রাইভেট সেক্টরের দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। পিপিকে কার্যকর করতে হবে। দেশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে সরকারের উচিত শ্রমিকদের মজুরি ন্যূনতম ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা। সরকার যেহেতু যাকাত সাপোর্ট করে না তাই অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করতেও ধনী-গরিবের বৈষম্য দূর করতে সামাজিকভাবে যাকাত প্রথা চালু করতে হবে।

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা শ্রমজীবি মানুষের জন্য শ্লোগান দেয়। কিন্তু বাস্তবে তাদের কল্যাণে কাজ করে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মানব সম্পদে পৃথিবীর সকল দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় দেশ। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

জনাব আতাউর রহমান বলেন, আমাদের দেশে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে। এ জন্য ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালুর বিকল্প নেই। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, বাজেট একটি দেশের জীবন ধারার প্রতিফলন। বাজেটে যেসব পণ্যের ওপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে তা গরিবদের ওপর বর্তাবে। এবারের বাজেট ভারসাম্যহীন বাজেট। বাজেটে বিদেশীদের ওপর নির্ভরশীলতা অতিমাত্রায় করা হয়েছে। তিনি বলেন, কালো টাকা হারামী টাকা। এ টাকা উপার্জনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব খাতে চুরির প্রবণতা বেশি সেই খাতে বরাদ্দ বেশি দেয়া হয়েছে। যে খাতে চুরি হয় না সরকারের উচিত সে খাতে বরাদ্দ বেশি দেয়া। দেশের মেহনতি মানুষের কল্যাণে বাজেটকে গরিববান্ধব করতে হবে।

হামলা মামলা, জেল-জুলুম নির্যাতন করে ঈমানের দাবী পূরণের আন্দোলনকে প্রতিরোধ করা যায়না

– অধ্যাপক আহছানুল্লাহ

কারামুক্ত শ্রমিক নেতা লুৎফর রহমানকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগর সদর অঞ্চলের পক্ষ থেকে সংগঠন কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় প্রধান মেহমান হিসাবে অধ্যাপক আহছান উল্লাহ উপরোক্ত কথা বলেন। বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা মকবুল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শ্রমিক সভায় বিশেষ মেহমান হিসাবে কারামুক্ত শ্রমিক নেতা সদর অঞ্চলের সভাপতি লুৎফর রহমান সংবর্ধনার জবাবে বলেন, 'আল্লাহকে মনিব, নবী মুহাম্মদ (সঃ)কে বিশ্বনেতা এবং আল ইসলামকে একমাত্র জীবন আদর্শ হিসাবে যারা মেনে নিয়েছেন, যুগে যুগে সমকালীন কুফরী শক্তি তাদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধের জন্য অমানবিক আচরণ করছে। কিন্তু আল্লাহর পথের সৈনিকদের গতিরোধ করা যায় নাই। আল্লাহর হুকুম রসূল (সঃ)-এর তরিকায় পালনের মাধ্যমে পরকালে মুক্তির আশায় সকল ঈমানদারকে জীবনের শেষ নিঃশাস পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সভ্যতা ও উৎপাদনের কারিগরদের বাঁচানোর তাগিদে মজুরির নিশ্চয়তা, কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, মজুরী কমিশন ঘোষণার দাবী জানিয়ে উক্ত সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ, সহঃ সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, এড. ফরিদুল আলম, আবদুল কাদের, জাফর আলম প্রমুখ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি জনাব মুহাম্মদ উল্লাহ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরী শাখার সমাবেশে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ও ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

খুলনায়কর্মী সম্মেলনে গোলাম পরওয়ার ও হারুন খান

দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, দেশ আজ গভীর সংকট অতিক্রম করছে। একটি অশুভ শক্তি দেশের জনগণকে দ্বিধাবিভক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের প্রভুদের ইশারায় বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র বানাতে চাচ্ছে। এই মুহূর্তে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক শ্রমিক জনতাকে সাথে নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিগত দিনে যে কোন সংকট মুহূর্তে শ্রমিকরা নিজেদের ত্যাগ স্বীকার করে দেশ ও জাতির স্বার্থে সাহসী ভূমিকা রেখেছে। অতীতের মতো এবারো তারা তাদের ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। আর এদেরকে সংগঠিত করার জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনার খালিশপুর, খানজাহান আলী ও খালিশপুর থানার পৃথক কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

নগরীর খালিশপুর বিআইডিসি সড়কের শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, খুলনা বিভাগীয় সেক্রেটারি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম। ফেডারেশনের খুলনা মহানগরী সভাপতি খান গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি আজিজুর রহমানের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন, আফতাব উদ্দিন হাওলাদার, আবুল হোসেন, মাহফুজুর রহমান, কাজী কামালউদ্দিন, গোলাম মোস্তফা, শাখাওয়াত হোসেন, রফিকুল ইসলাম কাজল, শাহাবুদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, দবিরউদ্দিন মোল্লা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পাবনায় অধ্যাপক মুজিব

বর্তমান সরকার ওয়াদাবাজ সরকার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন- বর্তমান সরকার ওয়াদাবাজ সরকার। নির্বাচনের আগে যেসব ওয়াদা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তার একটিও রক্ষা করছে না। তারা ১০ টাকা কেজি চাল, বিনামূল্যে সার ও ঘরে ঘরে চাকরি দেয়ার কথা বলে মানুষকে ধোকা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতায় আসার পর তারা সব ভুলে গেছে। দেশের মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা না করে তারা এখন ব্যস্ত দাদা বাবুদের ওয়াদা পূরণে। বাবুদের ইশারায় ক্ষমতায় আসার কারণে এখন তারা টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে কথা বলার সাহস রাখেনা। আমাদের মন্ত্রীদের বক্তব্য শুনে মনে হয় তারা ভারতের মন্ত্রী হয়ে এদেশে এসেছে। কিন্তু কে না জানে টিপাইমুখ বাঁধ দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে। বরং টিপাইমুখ বাঁধ হলে তা হবে নিজেকে নিজেই হত্যা করার শামিল।

তিনি বলেন, এই সরকার নির্বাচনের আগে ওয়াদা দিয়েছিল ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আইন পাস করবে না। কিন্তু এখন ক্ষমতায় এসেই ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য নানামুখি ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তারা গণতান্ত্রিক ধারা রুদ্ধ করে দিতে চায়। নিজেরা সভা-সমাবেশ করবে আর বিরোধী দলের কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে দেবেন না এটা কেমন গণতন্ত্র। তারা মুখে গণতন্ত্র বললেও তারা অগণতান্ত্রিক আচরণ করছে। অধ্যাপক মুজিব বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পাবনা জেলা শাখা আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন লিডারশীপ ক্যাম্পে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পাবনা জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান, প্রচার সম্পাদক এডভোকেট এসএম আব্দুল হাই। কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বাসন সম্পাদক অধ্যাপক আতাউর রহমান, রাজশাহী বিভাগ দক্ষিণের উত্তরের সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক, কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আমীর আব্দুল ওয়াহেদ, পাবনা জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আব্দুর রহীম। ক্যাম্পে রাজশাহী বিভাগের ১০ জেলার শ্রমিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ভোলা জেলায় শ্রমিক দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ভোলা জেলা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় কার্যালয়ে মহান মে দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শাখার সভাপতি জনাব জিয়াউল মোরশেদ চৌধুরী, আরো বক্তব্য রাখেন জনাব সাইফুল্লাহ সেলিম, জনাব জাকির হুসাইন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভোলা পৌরসভার ফেডারেশন সভাপতি জনাব বজলুর রহমান।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা শহর শাখার উদ্যোগে রিক্সা চালকদের মধ্যে বিনামূল্যে নতুন রিক্সা বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মজিবুর রহমান সাবেক এমপি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে মগবাজারস্থ আল- ফালাহ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও অধ্যাপক মজিবুর রহমান

অধিকার ও সম্মান নিশ্চিত করতে হবে

(৮ এর পাতার পর)

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বিদ্যুতের অভাবে দেশের পাঁচটি সার কারখানা বন্ধ রয়েছে। পাটকলগুলো চালানো সম্ভব হচ্ছে না। বন্ধ হচ্ছে একের পর এক মিল-কারখানা। সরকার কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে পারছে না। পোশাক শিল্পে চলছে নৈরাজ্য ও অস্থিরতা। শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত হতাহত হচ্ছে। নারী শ্রমিকদের প্রতি করা হচ্ছে বৈষম্যমূলক আচরণ। কর্মক্ষেত্রে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সকলকে সোচ্চার ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুশ্রম বন্ধের জন্য কার্যকরি ব্যবস্থা নিতে হবে। আর এ জন্য একটি ইনসাফের সমাজ প্রয়োজন। একমাত্র ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বলেন, শুধু বাংলাদেশের নয় গোটা বিশ্বে শ্রমজীবী মানুষের আধিক্য রয়েছে। আর এ শ্রমিকরা সবসময় অধিকার বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত। শ্রমিকদেরকে সবসময়ই ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বললেও মূলত প্রচলিত পন্থায় তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে ইসলামী শ্রমনীতির কোন বিকল্প নেই। তিনি ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নে শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, শ্রমজীবী ও আর্তমানবতার সেবায় সমাজের বিত্তবান লোকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। পবিত্র কালামে হাকিমে বহুস্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষুধার্ত মানুষের আহার্য সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছেন। আর্তপীড়িত মানুষের অনুকূলে হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ নিজেকে অসুস্থ, ক্ষুধার্ত বলে আর্তমানবতার সেবায় ব্যর্থতার জন্য মানুষকে দায়ী করেছেন। তাই শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে আমাদেরকে ইসলামী আদর্শের দিকে ফিরে আসতে হবে।

নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, সরকার শুধু শ্রমিকদের নয় জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে পারছে না। বস্তুত প্রচলিত ব্যবস্থায় গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। মূলত মানব জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সকলকেই ইসলামী আদর্শের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে কবির আহমদ বলেন, শ্রমজীবী মানুষসহ সকল শ্রেণীর মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা জরুরী। তিনি সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী মানুষদেরকে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক

(৮ এর পাতার পর)

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট জিয়া উদ্দিন নাদের, মোঃ ফখরুল ইসলাম, মামুন খান, আতিকুর রহমান, রাশেদ আহমদ চৌধুরী, এইচকেএম নেছার আহমদ, মোঃ ফরিদ আহমদ, মোঃ খোরশেদ আলম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক সরকার কিনা তা নিয়ে জনগণের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। কেননা কোন বিরোধী দল সমাবেশ ডাকলে ঐ সমাবেশস্থলে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে বিরোধী দলের মৌলিক অধিকারকে কেড়ে নেয়।

অতএব এ সরকার গণতান্ত্রিক সরকার হতে পারে না। আওয়ামী লীগ ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত বলে বিভিন্ন কৌশলে অপপ্রচার করে চলেছে। অথচ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ইডেন কলেজ ও বদরুন্নেছা কলেজের ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করে কত বড় মানবতা বিরোধী অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেন, বিডিআর দুর্বল হলে সীমান্ত দুর্বল হয়ে পড়বে। অবাধে নেশার দ্রব্য আসবে। সীমান্তকে দুর্বল করার জন্য অত্যন্ত সুকৌশলে পিলখানায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করা হয়েছিল।

সাবেক এমপি বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী ভারতে গিয়ে যে চুক্তি করে এসেছেন তা বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে নয়। এই চুক্তি ভারতের স্বার্থে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। ১৫ কোটি জনগণ জীবন দিবে তবুও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ধ্বংস হতে দিবে না। ৫ বছর ক্ষমতায় থাকেন কিন্তু জনগণকে কষ্ট দিবেন না। এ দেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের ন্যায্য অধিকারকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। আপনারা ক্ষমতায় আসার আগেই বলেছিলেন ১০ টাকা কেজি চাল দিবেন, বিনামূল্যে সার দিবেন, ঘরে ঘরে চাকরি দিবেন কিন্তু ক্ষমতার মসনদে আরোহনের পর এ ওয়াদা ভুলে গিয়ে ভারত প্রীতিতে ব্যস্ত রয়েছেন।

অধ্যাপক মুজিব বলেন, ফারাক্কা বাঁধের কারণে সেই অঞ্চলে কৃষি শিল্প ধ্বংস হয়েছে। আর টিপাইমুখে বাঁধ নির্মিত হলে বৃহত্তর সিলেটসহ গোটা এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হবে। অথচ বর্তমান ভারতপ্রেমী সরকার এই মরণ ফাঁদের বিরুদ্ধে মুখে কুলুপ মেরে রেখেছে। তিনি বর্তমান সরকারের কতিপয় মন্ত্রী ভারত প্রেমে মত্ত হয়েছেন উল্লেখ করে বলেন, এই ভারতপ্রেমী মন্ত্রীদের জনগণ ক্ষমতায় দেখতে চায় না।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেট মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমীর ডা. সায়েফ আহমদ, জামায়াত নেতা ভাইস প্রিন্সিপাল আব্দুস শাকুর, এডভোকেট আলীম উদ্দিন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের মহানগর সভাপতি শাহরিয়ার আলম সিপার প্রমুখ। সম্মেলনে প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের মহানগরী সহ-সভাপতি মোঃ শাহজাহান আলী। সম্মেলন শেষে একটি র‍্যালী নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে চৌহাট্টায় গিয়ে শেষ হয়।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে নিমতলিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এবং তেজগাঁও বেগুনবাড়ীতে বাড়ী ধ্বসে নিহতদের স্মরণে দোয়ার অনুষ্ঠানে মোনাজাত পরিচালনা করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মজিবুর রহমান।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী কর্তৃক আয়োজিত দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ।

শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণী অনুষ্ঠানে আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে শ্রমিকদের অধিকার ও সম্মান নিশ্চিত করতে হবে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেছেন, দেশের অধিকাংশ মানুষ শ্রমিক। তাই শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা ছাড়া জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়েছে বলে মনে করা যাবে না। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে শ্রমিকদের অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ, নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিতকরণ এবং শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে পুরানা পল্টনস্থ মহানগরী অফিস চত্বরে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী সভাপতি কবির আহমদের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী আমীর রফিকুল ইসলাম খান, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি নূরুল ইসলাম বুলবুলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথি বলেন, দেশের অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠন শ্রমজীবী মানুষদেরকে নিয়ে ব্যবসা করে। শ্রমিকদের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা বলে শ্রমিক নেতারা নিজেদেরই ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যস্ত থাকে। উপেক্ষিত হয় মেহনতি মানুষের স্বার্থ। কিন্তু শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি ব্যতিক্রমধর্মী শ্রমিক সংগঠন। এ সংগঠন শ্রমিকদের নিয়ে ব্যবসা করে না। খেটেখাওয়া মেহনতি মানুষের পক্ষে কথা বলে। আর সংগঠনটি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস করে বলেই তাদের পক্ষে শ্রমিকদের স্বার্থে কল্যাণকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়। তারা এটিকে ইবাদত বলে গণ্য করে। শ্রমজীবী মানুষসহ সকল শ্রেণীর মানুষের সার্বিক সাফল্য ও কল্যাণ লাভে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। নারী শ্রমিকদের ইভটিজিং ও নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা লাগিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার ষড়যন্ত্র বন্ধের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেন, আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি। দেশের প্রতিটি সেক্টরেই শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাধিক্য বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। তাই শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জনগণের অধিকার বাস্তবায়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। যে সরকার জনগণের অধিকার প্রদানে ব্যর্থ, সে সরকারকে সফল সরকার বলার কোন যুক্তি নেই।

তিনি বলেন, অর্থবিত্ত মানুষের সম্মানের মাপকাঠি নয়, বরং নৈতিকতাবোধ ও ব্যক্তির চরিত্র মাধুর্য্যই সম্মানের প্রধান মানদণ্ড। যারা বৈধ উপায়ে জীবিকা অর্জন করে না বরং অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে প্রাচুর্য্যের মধ্যে নিমজ্জিত মূলত তারা চোর-ডাকাত ও দুর্নীতিবাজ হিসেবে গণ্য। একজন সিঁদেল চোর ত্রিশ বছরে যা চুরি করে, একজন শিক্ষিত দুর্নীতিবাজ তা মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সকলকে ইসলামের দিকে ফিরে আসতে হবে।

(৭ পাতায় দেখুন)

উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে

অধ্যাপক মুজিব

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জ্বালাও-পোড়াও নয় আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সিলেট জেলা বারের ২ নং হলে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগর শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সংগঠনের সভাপতি মাওলানা সোহেল আহমদের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জামিল আহমদ রাজুর পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিলেট মহানগর জামায়াতের আমীর এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি মোঃ ফখরুল ইসলাম, সিলেট বিভাগীয় সভাপতি হাফিজ আব্দুল হাই হারুন, জৈন্তাপুর উপজেলা চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন প্রমুখ।

(৭ এর পাতায় দেখুন)

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ৪৩৫ মগবাজার, ওয়্যারলেস রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭। ফোনঃ ৮৩৫৮১৭৭

ডিজাইন ও মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ফোন ঃ ৯৩৫৮৪৩২, ৯৩৪৫৭৪১